জিয়া- তাহের প্রসঙ্গঃ তিনটি দৃশ্যপট

নুরুজ্জামান মানিক

আমাদের জাতীয় রাজনীতির ইতিহাসে জিয়া- তাহের প্রসঙ্গ বেশ আলোচিত। কেননা, যেই তাহের (কর্ণেল-বীরউত্তম) জিয়াকে মুক্ত করেন (৭ নভেম্বর-৭৫) সেই জিয়া সরকারই তাহেরকে ফাঁসীর কাষ্টে হত্যা করেন। এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপুর্ন অথচ অনালোচিত প্রসঙ্গ অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে জিয়া- তাহের প্রসঙ্গ .এই নিবন্ধে তিনটি প্রসঙ্গই আলোচনার চেষ্টা করা হইল।

দৃশ্যপট এক ঃ

তারিখ ২২শে সেপ্টেম্বর , ১৯৭১ স্থান- কামালপুর। প্রসঙ্গ কামালপুর অপারেশন। কাটাপ পার্টির ভুমিকায়, জেডফোর্স কমান্ডার মেজর জিয়া , সেক্টর কমান্ডার-ক্যাপ্টেন তাহের, ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও একাধিক মুক্তিবাহিনীর কোম্পানী অপারেশনে অংশগ্রহণ। জিয়ার ট্যাকনিক্যাল ভুলের জন্য মুক্তি ও মিত্র বাহিনীর শতাধিক যোদ্ধার প্রাণ হারানো, তাহের যোদ্ধাহত। তাহের আহত হওয়ার তথ্যটি এই লেখককে উক্ত অপারেশনে অংশ গ্রহণকারী মুক্তিবাহিনীর কোম্পানী কমান্ডার রহমতুল্লাহ সাহেব দিয়েছেন। তাছাড়া উক্ত সেক্টরের শেষ সেক্টর কমান্ডার স্কোয়ার্ডন লিডার হামিদুল্লাহ (বর্তমান বি এন পির নেতা, সাবেক সাংসদ) স্বয়ং সংসদে এই তথ্যটি তুলে ধরেছিলেন। আরো দ্রষ্টব্য (খন্দকার মাজহারুল করিম, ইতিহাস বিকৃতির রাজনীতি, আজকের কাগজ, পৃষ্টা-৫ , ১২ই অক্টোবর-১৯৯৮)

দৃশ্যপট দুই ঃ

তারিখ ৭ই নভেম্বর ১৯৭৫। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনীর প্রধান কর্ণেল তাহের কর্তৃক খালেদ মোশারফ সরকারকে উৎখাত ও মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করাসহ একাধিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে-পাল্টা অভ্যুথান। জেনারেল খালেদ মোশারফ বীর উত্তমকে নিশৃংস হত্যা -জেনারেল জিয়ার মুক্তি লাভ (দ্রষ্টব্য- হাসানুল হক ইনুর স্মৃতিচারনমুলক ধারাবাহিক নিবন্ধ, ভোরের কাগজ, নভেম্বর-৯৮) । তৎকালীন ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ এর রির্পোট অনুসারে- কর্ণেল তাহের, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করতে গেলে জিয়াা তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন ঃ “You are my Brother ,You are my saver “.

দৃশ্যপট তিনঃ

জিয়া কর্তৃক জাসদের ১২ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। ৭ই নভেম্বর সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে জাসদ কর্মীদের ওপর গুলী। ২৩শে নভেম্বর-৭৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের জনৈক হাউজ টিউটরের বাসা থেকে ২৭/২৮শে নভেম্বর কথিত পাল্টা অভ্যুথানের অভিযোগে কর্ণেল তাহের গ্রেফতার। সামরিক অফিসার কর্ণেল ইউসুফ হায়দার এর ট্রাইবুনালে প্রহশনমুলক বিচারে তাহেরের ফাঁসীর আদেশ। ২১শে জুলাই, ১৯৭৬ ভোর চারটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিজ হাতে ফাঁসীর দড়ি গলায় জড়িয়ে কর্ণেল তাহের (বীর উত্তম) এর বীরত্বপুর্ন আত্মত্যাগ।